প্রথম আলো

তারিখ 06 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

সব শিশুর জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

বৈশ্বিক তহবিল

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

জেফরি ডি স্যাক্স

২০১৫ সালে সারা পৃথিবীতে পাঁচ বছরের নিচের প্রায় ৫৯ লাখ শিশু এমন রোগে মারা গিয়েছে, যে রোগ সহজেই নিরাময় করা সম্ভব ছিল। প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশেই এটি হয়েছে। আবার সাম্প্রতিক হিসাব থেকে জানা যায়, ২০ কোটি শিশু ও কিশোর দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে যেতে পারে না। কথা হচ্ছে, মোটামুটি পরিমাণের বৈশ্বিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এই দুর্গতি লাঘব করা সম্ভব।

গরিব দেশের শিশুরা নানা কারণেই মারা যায়, যার মধ্যে অনিরাপদ জন্মদান-প্রক্রিয়া অন্যতম। আবার অনেকে এমন রোগে মারা যায়, যেসব রোগ টিকার মাধ্যমেই দূর করা যায়। অনেকে আবার ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগ ও পুষ্টিস্বল্পতার কারণেও মারা যায়। উন্নত দেশগুলো থেকে এসব রোগ একরকম উঠে গেছে। পৃথিবীটা যদি নৈতিক হয়, তা হলে এই মৃত্যু বন্ধ করতে আমাদের ব্যাপক চেষ্টা করতে হবে।

বস্তুত পৃথিবী এ ব্যাপারে মন খুলে কিছু করতে পারেনি, আধাখেঁচড়া প্রকৃতির কিছু পদক্ষেপ ছাড়া। ১৯৯০ সালে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১২ দশমিক ৭ মিলিয়ন, সেটা এখন কমে অর্ধেকে নেমেছে। নানা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে এ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

২০০০ সালে আমি যখন প্রথম এই তহবিলের কথা বলি, তখন অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন, বেশি টাকা ঢাললেই বেশি মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এই বৈশ্বিক তহবিল সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভুল প্রমাণিত করেছে। এ খাতে অতিরিক্ত টাকা বিনিয়োগ করার কারণেই যক্ষ্মা, এইডস ও ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমেছে। এই টাকাটা ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কথা হচ্ছে, শিশুমৃত্যুর হার যে শূন্যের কোঠায় না নেমে ৫ দশমিক ৯ মিলিয়নে এল, তার কারণ হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র অর্ধেক তহবিল এই খাতে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ দেশ স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় খরচ নিজেরা জোগাড় করতে পারলেও গরিব দেশগুলো তা পারে না। এই শূন্যতা পূরণে প্রতিবছর ৫০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এখন প্রতিবছর স্বাস্থ্য খাতে ২৫ বিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রয়োজন হয়। এই হিসাবটা আনুমানিক। কিন্তু প্রতিবছর এই ৬০ লাখ শিশুর মৃত্যু ঠেকাতে আরও ২৫ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন, এর চেয়ে কমে তা নিশ্চিত করা কঠিন।

কিশোরেরা যাতে অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষাটা শেষ করতে পারে, তার জন্যও এ রকম হিসাব করা জরুরি। ইউনেসকো সম্প্রতি এর একটা খসড়া হিসাব করেছে, যেখানে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৯ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীতে প্রতিবছর শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় ১০-১৫ বিলিয়ন ডলার, ফলে স্বাস্থ্য খাতের মতো এ খাতের শূন্যতা পূরণে আরও প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার লাগবে। স্বাস্থ্যসেবার মতো এই টাকাটাও শিক্ষা খাতের নতুন বৈশ্বিক তহবিলের মাধ্যমে ব্যয় করা যায়।

অর্থাৎ বছরে অতিরিক্ত ৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হলে পৃথিবীর প্রায় সব শিশুই মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা লাভ করবে। সরকারগুলো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে এই দুটি লক্ষ্য গ্রহণ করেছে, একটি হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, আরেকটি হলো সর্বজনীন মানসম্মত শিক্ষা।

প্রতিবছর এই অতিরিক্ত ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা খুব কঠিন কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে বড় দাতা হতে পারে। এই দেশটি বর্তমানে বছরে মোট জাতীয় আয়ের মাত্র শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ সাহায্য হিসেবে দিয়ে থাকে, যেটা আন্তর্জাতিক লক্ষ্য শূন্য দশমিক ৭ শতাংশের মাত্র এক-চতুর্থাংশ। অথচ সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ ও যুক্তরাজ্য বছরে নিজেদের মোট জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ যোগ করে। এতে প্রতিবছর বৈশ্বিক তহবিলে ৯০ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত যোগ হবে।

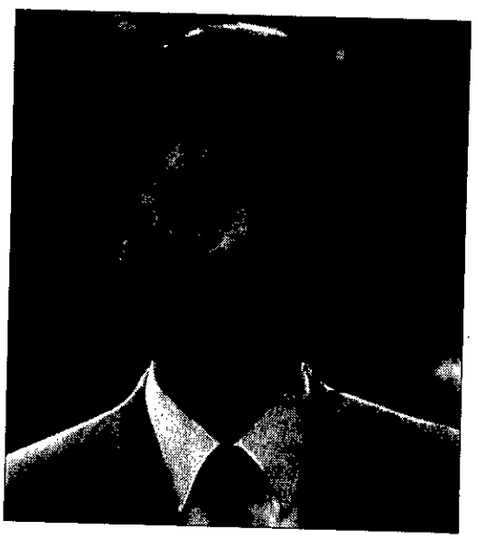

জেফরি ডি স্যাক্স

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র মোট দেশজ উৎপাদনের ৫ শতাংশ বা প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করে। তারা চাইলেই সেখান থেকে ৯০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য হিসেবে দিতে পারে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাড়বে বৈ কমবে না।

এর দ্বিতীয় বিকল্পটি হচ্ছে, বিশ্বের ধনীদের ওপর করারোপ করা, যারা প্রায়ই নিজেদের টাকা কর স্বর্গ, যেমন—ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য জায়গায় লুকিয়ে রাখে। যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ওয়াল স্ট্রিট ও সিটি অব লন্ডনের সঙ্গে যেগুলোর সম্পর্ক আছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র আবার এই কর স্বর্গ রক্ষা করার চেষ্টা করে; কারণ যারা ওখানে টাকা রাখে, তারা আবার নির্বাচনী প্রচারণায় টাকা দেয় এবং রাজনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেয়।

এই কর স্বর্গের উচিত, তাদের আমানতের ওপর সামান্য পরিমাণে হলেও করারোপ করা, যার পরিমাণ হবে অন্তত ২১ ট্রিলিয়ন ডলার। ধনী দেশগুলো তাদের হুমকি দিতে পারে, এটা না করলে তাদের সঙ্গে ওয়াল স্ট্রিট ও বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের সম্পর্ক থাকবে না। ২১ ট্রিলিয়ন ডলারের আমানতের ওপর শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ করারোপ করা হলে সেখান থেকে বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার তোলা সম্ভব।

সমাধান হিসেবে এটা খুব সোজাসাপ্টা, এমনকি তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এর ফলে সেটাও জোরদার হবে। সম্প্রতি আসতানা ইকোনমিক ফোরামে কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নুর সুলতান নজরবায়েভ বেশ প্রজ্ঞার সঙ্গেই আহ্বান জানিয়েছেন, এসব অফশোর আমানতের ওপর করারোপ করা হোক, যেটা দিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করা হবে। সবার উচিত তাঁকে অনুসরণ করা।

আমাদের পৃথিবীতে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। এই সম্পদ দিয়ে প্রতিটি শিশুর জীবনের শুরুটা সুন্দর করা যায়। ওপরে যেসব তরিকার কথা বললাম, সেগুলো অনুসরণ করে এটা করা সম্ভব। এতে আমাদের পৃথিবী আরও ন্যায্য, নিরাপদ ও উৎপাদনশীল হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে দেরি করার অজুহাত থাকতে পারে না।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব : প্রজেক্ট সিন্ডিকেট।

● জেফরি ডি স্যাক্স : যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়নের অধ্যাপক।